যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন অনেক ফক্বীর-মিছকীনকে যাকাত দেয়া হয় যারা তাওহীদ...

প্রশ্ন:- যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন অনেক ফক্বীর-মিছকীনকে যাকাত দেয়া হয় যারা তাওহীদ বিরোধী কাজ-কর্ম করে থাকে। যেমন- মৃতদের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করে থাকে, তাদের কাছে সাহায্য বা বিপদমুক্তি কামনা করে এবং বাৎসরিকভাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠান বা মাহ্ফিলে গমন করে থাকে। এধরনের লোক কি যাকাত পাওয়ার অধিকারী বা উপযুক্ত?

উত্তর:- যাকাত দিতে হবে এমনসব মুছলমান ফক্বীরদের, যারা সঠিক তাওহীদের উপরে এবং সরল 'আক্বীদাহ-বিশ্বাসের উপরে অনঢ় ও অবিচল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক তাওহীদী 'আক্বীদাহ-বিশ্বাসের বিপরীত কাজকর্মে বা শির্কে আকবারে লিপ্ত, যেমন- যারা মৃতদের নিকট সাহায্য কামনা করে, তাদের (মৃতদের) উদ্দেশ্যে নযর-মানত করে, বারাকাত লাভের উদ্দেশ্যে তাদের ক্বাব্রে গমন করে এবং সেখানে গিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে, সে তো মুছলমান-ই নয় বরং সে শির্কে আকবারে তথা ইছলাম থেকে বহিষ্কারকারী শির্কে লিপ্ত; মুশরিক। তাকে যাকাত দেয়া জায়িয নয়। যাকাত দিতে হবে সঠিক তাওহীদের উপরে অনঢ় ও অবিচল আছে এমন মুছলমান ফক্বীরকে। আমরা আল্লাহ্র কাছে হিদায়াত এবং তাওফীক্ব প্রার্থনা করছি, আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন পথভ্রষ্ট মুছলমানদের হিদায়াত দান করেন। যারা বিভিন্ন বিদ'আতী ও কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠানে গমন করে, তাদেরকে যাকাত দেয়ার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই। কখনো দেখা যায় যে, অনেক ফক্বীর-মিছকীন কেবল বিদ'আতী বা কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠানেই নয় বরং এমনসব অনুষ্ঠান বা মাহ্ফিলে অংশগ্রহণ করছে যেখানে মৃত কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ডাকা হচ্ছে, তাদের নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে, অথচ এসব কাজ হলো শির্কে আকবার। সুতরাং যারা শির্কী আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয নয়।

সূত্র:- ফাতাওয়া আশ্শাইখ সালিহ্ আল ফাওযান حفظه الله।

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.